মাতল রে ভুবন...

আগ্রায় নবরাত্রি উৎসব ও দুর্গাপুজোকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন মানুষ।

রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ...আহমেদাবাদে এখন উৎসবের মেজাজ।

আগরতলায় ষষ্ঠীর বোধন শুরু হওয়ার আগেই মণ্ডপে মণ্ডপে এসে গেছেন মাতৃমূর্তি।

রাজ্যে রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে উৎসবের মেজাজ

বিশেষ প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গের মতোই দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও শুরু হয়ে গেছে নবরাত্রি উৎসবের হাত ধরে দুর্গোৎসব। দিল্লি, মুম্বই, চণ্ডীগড়, আহমেদাবাদ, আগরতলা, জয়পুরের মতো বাঙালি অধ্যুষিত বড় শহরগুলিতো ছিলই, সেইসঙ্গে এখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য শহরে দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। রুক্ষ প্রান্তর বা পাহাড়ি অঞ্চলে হয়তো শিউলিফুলের সুবাস নেই, কিন্তু টিভিতে মহালয়ার সম্প্রচার গায়ে মেখে তারা দুর্গোৎসবের মেজাজটুকু পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

মুম্বইতে এখন অসংখ্য বাঙালি থাকে। দুর্গাপুজোও হয় অনেক। গণপতি উৎসব তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলেও দুর্গাপুজোতেও বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে অবাঙালিরাও আনন্দে মেতে ওঠেন। মুম্বইতে প্রয়াত চিত্র পরিচালক শশধর মুখার্জির বাড়ির পুজো বিখ্যাত। সেখানে এখনও ফল কাটতে আসেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় থেকে আরও অনেক অভিনেত্রী। জয়া ও অমিতাভ বচ্চন আসেন অষ্টমীতে অঞ্জলি দিতে। তিন দিন পাত পেড়ে খাওয়ানো হয় অসংখ্য মানুষকে। সেখানে কাজল ও রানির মতো বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রীরাও নিজের বাড়ির পুজোয় পরিবেশনে হাত লাগান। মুম্বইয়ে এখন গায়ক ও সুরকার অভিজিতের বাড়িতেও দুর্গাপুজো রীতিমতো নজর কেড়েছে। সেখানেও মহা ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপুজো হয়। এছাড়া মুম্বই রামকৃষ্ণ মিশনেও একেবারে সাবেকি রীতি অনুসরণ করে মাতৃবন্দনার আয়োজন করা হয়।

দিল্লি কালীবাড়ি সহ অসংখ্য জায়গায় পুজোতে অংশ নেন বাঙালি, অবাঙালি সকলেই। চিত্তরঞ্জন পার্কের মতো বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় একাধিক পুজো হয়। পুজোর ক'দিন আর বাড়িতে কেউ রান্না করেন না। সকলের জন্যই খাবার ব্যবস্থা করা হয় মণ্ডপে। সেইসঙ্গে থাকে নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মূলত কলকাতা থেকেই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শিল্পীদের। দিল্লিতে ভোরের আবহাওয়ায় এখন মিঠে ঠান্ডার আমেজ। চিত্তরঞ্জন পার্কের কোনও বাঙালির বাড়ি থেকে হয়তো ছোট্ট শিউলি গাছ থেকে ভেসে আসে শিউলি ফুলের সুবাস। কলকাতার মতোই সেই সৌরভে থাকে পুজোর গন্ধ।

আগরতলাতে বাঙালির আর একটি বাড়ি। মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষই ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। ত্রিপুরার সাবেক উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবেই বাস করেন তারা। কলকাতার মতোই আগরতলাতেও এখন থিমের ধুম। বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেল ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে। কলকাতায় ত্রিপুরার বহু ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। তারা বাড়ি ফিরে আসছে। ফলে পরিবারগুলিতে এখন উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও মেজাজ।

এছাড়া আগ্রা, আহমেদাবাদ, চণ্ডীগড়, জয়পুরে অনেক বাঙালি রয়েছেন। অনেকেই হয়তো স্থায়ীভাবে বাস করছেন এইসব শহরে। ফলে ঘরে ফেরার আর প্রশ্ন নেই। তাই নিজের শহরেই মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করছেন দুর্গোৎসব। কোথাও হয়তো এই চারদিন ধরেই চলবে সংগীত। তার সঙ্গে রীতিমতো জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। কলকাতার ব্যবসায়ীরাও এই সময় বিভিন্ন শহরের পুজোয় ব্যবসা করার সুযোগ পান। বিকিকিনির হাটে থাকে পশ্চিমবঙ্গের তৈরি তাঁতের কাপড় থেকে ঢাকাই জামদানি, নানা ধরনের সিল্ক সহ খাদির পোশাক। থাকে রাজ্যে তৈরি আচার থেকে বড়ি, নানা ধরনের মিষ্টি। যে যেখানেই থাকেন, পুজোর এ ক'টা দিন সকলে যেন আনন্দে মেতে ওঠেন, সুস্থ থাকেন এই প্রার্থনা সব মানুষের।

সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও টেলিফোনে তিন তালাক

যোধপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : টেলিফোনে বা মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে তিন তালাক বলার বিরুদ্ধেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেই মামলা করেছিলেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের তিন তালাক নিষিদ্ধ করে যুগান্তকারী রায়ের পরও এক ব্যক্তি কার্যত সেই রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে টেলিফোনেই তিন বার তালাক বলে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের যোধপুরে। এই দম্পতির দু'টি শিশুসন্তান রয়েছে। তালাক দেওয়া হয়েছে যে মহিলাকে সেই আফসানা আদালতে অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ দায়ের করবেন বলে তৈরি হতে শুরু করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অনেক মুসলিম পরিবারই হয়তো মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু আদালতের রায় নিয়ে তারা মুখও খোলেননি। অথচ যোধপুরে আফসানার স্বামী দিব্যি সেই রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই নির্লজ্জ স্বামী ঠিক দু'দিনের মধ্যেই অন্য এক মহিলাকে বিয়েও করেছেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আফসানার সঙ্গে যোধপুরের মুন্নার বিয়ে হয়েছে মাত্র ৮ বছর আগে। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই স্বামী ও শাশুড়ি আরও যৌতুকের জন্য তার উপর অত্যাচার শুরু করে। ২০১৫ সালে আফসানার স্বামী তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে। সে সময় বেশ কিছুদিন বাপের বাড়িতে ছিলেন আফসানা। স্বামীর বাড়িতে ফেরার পর থেকে ফের শুরু হয় অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত টেলিফোনে তিন তালাক।

বংশগত রাজনীতি বিজেপির নয়, কংগ্রেসের : শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর: বংশগত রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধির মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ। শাহ বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক থেকে রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, বিজেপি বিশ্বাস করে রাজনৈতিক দক্ষতার উপর। সেখানে কংগ্রেস বিশ্বাস করে বংশগত রাজনীতিতে। বিজেপি বংশগত রাজনীতিতে আদৌ আস্থাবান নয়।

রাহুল গান্ধি সম্প্রতি আমেরিকা সফরে গিয়ে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণে কংগ্রেসে যে বংশগত রাজনীতি রয়েছে, সেকথা স্বীকার করে নেন। প্রসঙ্গত, ভারতে নেহরু-গান্ধি পরিবারে বংশগত রাজনীতি নিয়ে বিরোধীরা সবসময়েই সরব। কিন্তু রাহুল নিজেই সেকথা স্বীকার করে নেওয়ায় কিছুটা হলেও চমক সৃষ্টি হয়।

রাহুলকে বিজেপি এমনিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। বরং তাঁকে পাপ্পু বলে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অনাবাসী ভারতীয় ও মার্কিনীদের সামনে রাহুল যেসব কথা বলেন, তাতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেন বিজেপি নেতারা। শাহ এতদিন এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু বিজেপির কর্মসমিতির বৈঠক থেকে রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে মন্তব্য করলেন। প্রসঙ্গত, বৈঠকে যোগ দিয়েছেন প্রায় আড়াই হাজার দলীয় সদস্য। এর মধ্যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির ১৩ মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে। এরকম জায়গাতেই শাহ রাহুলকে আক্রমণের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন। রাহুলকে রীতিমতো আক্রমণ করে শাহ বলেছেন, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি তাঁদের নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতায় এই পদগুলি পেয়েছেন। সেখানে বংশগত কোনও দাক্ষিণ্য ছিল না।

রাহুল গান্ধিকে নিয়ে শাহ'র এই মন্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে সাংবাদিকদের জানান, বর্তমান রেল ও কয়লামন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। রাহুল গান্ধি ভারতকে বিশ্বের কাছে ছোট করছেন। অমিত শাহ তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছেন গোয়েল।

কংগ্রেস ছাড়াও অন্যান্য দল এবং রাজনীতির বাইরেও যে বংশগরিমা কাজ করে তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাহুল বলেন, উত্তর প্রদেশে অখিলেশ, তামিলনাড়ুতে স্ট্যালিন উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে এসেছেন। এমনকি অভিষেক বচ্চনও উত্তরাধিকার সূত্রেই অভিনয়ের জগতে এসেছেন। হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ধুমলের ছেলে অনুরাগ ঠাকুরও উত্তরাধিকার বহন করছেন। কাজেই বারবার তাঁকে এই কারণে অভিযুক্ত করা ঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন রাহুল।

হাসপাতালে জয়ললিতার চিকিৎসার ভিডিও'র কথা জানালেন দিনাকরণ

চেন্নাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : এআইএডিএমকে থেকে বহিষ্কৃত নেতা টিটিভি দিনাকরণ সোমবার দাবি করেছেন, দল থেকে বিতাড়িত সাধারণ সম্পাদক ভিকে শশীকলা জয়ললিতা হাসপাতালে থাকার সময় তাঁর চিকিৎসার ভিডিও রেকর্ডিং করিয়েছিলেন। তামিলনাড়ুর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে যারা শশীকলার দিকে আঙুল তুলছেন, তাদের সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য দিনাকরণ ভিডিও টেপ জমা দেওয়ার কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত, শশীকলা সম্পর্কে তাঁর পিসি। দিনাকরণ সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, যখন জয়ললিতা হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন শশীকলা তাঁর চিকিৎসার যে ভিডিও করেছিলেন, প্রয়োজন হলে তা দলের তদন্ত কমিটির হাতে তুলে দেবেন তাঁরা। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর এক মন্ত্রী দাবি করেছেন, তাঁরা শশীকলার সম্পর্কে ভীত। জয়ললিতার মৃত্যু নিয়ে তিনি মিথ্যা বলছেন। এর আগেও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ করেছেন তামিলনাড়ুর কয়েকজন নেতা। তাঁদের সন্দেহ নিরসনের জন্যই দলের তদন্ত কমিটির হাতে জয়ললিতার চিকিৎসা সংক্রান্ত টেপ তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন দিনাকরণ। এছাড়া দলের প্রতীক বিতর্কেও তিনি জোড়া পাতা প্রতীকটি পাওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে দাবি জানানোর কথা বলেছেন। নির্বাচন কমিশন ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ নিয়ে তাদের দাবি লিখিত আকারে জমা দেওয়ার কথা বলেছেন। দল থেকে বহিষ্কৃত দিনাকরণের পক্ষে সবচেয়ে বড় ধাক্কা তামিলনাড়ুর বিধানসভার অধ্যক্ষ পি ধনপাল শশীকলার অনুগত ১৮ বিধায়কের পদ খারিজ করে দিয়েছেন।

সেপ্টেম্বর মাস আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার সচেনতার মাস। সোনালি রং বিশ্বজুড়ে তরুণ যোদ্ধার প্রতীক। তাই মুম্বইয়ের সিএসটি রেল স্টেশনকে সোনালি রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে।

১৮৮ বছরের পুরনো গ্রন্থাগারে দৃষ্টিহীনদের জন্য পৃথক শাখা

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ সেপ্টেম্বর: ১৮৮ বছরের পুরনো কেরলের স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে দৃষ্টিহীনদের জন্য পৃথক একটি শাখা খোলা হবে। দেশের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম কেরলের স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতেই দৃষ্টিহীনদের জন্য খোলা হবে 'ব্রেইল উইং'। মূল গ্রন্থাগারের সঙ্গে এই বাড়িটিও সংযুক্ত করা হবে।

প্রসঙ্গত, কেরলের স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি একেবারে তিরুবনন্তপুরম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে পরিকল্পনা করেন উনিশ শতকে তৈরি এই গ্রন্থাগারটিকে দৃষ্টিহীন মানুষদের কাছেও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের মতোই তিরুবনন্তপুরমের এই ১৮৮ বছরের পুরনো গ্রন্থাগারটি জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের কাছে এই গ্রন্থাগার ত্রিবান্দ্রম পাবলিক লাইব্রেরি নামে পরিচিত। বাড়িটির ঐতিহ্যপূর্ণ পরিকাঠামো, বিরল গ্রন্থের সম্ভার স্বভাবতই গবেষক, পণ্ডিত ও পড়ুয়াদের আকৃষ্ট করে।

১৮২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারে ষোড়শ শতকের প্রকাশিত বিরল সব গ্রন্থ রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই গ্রন্থাগারে দৃষ্টিহীনদের জন্য পৃথক শাখা খোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। নতুন তিনতলা ভবনটির একটি ঘরকে ইতিমধ্যেই ব্রেইল উইংয়ের জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে ব্রেইল উইংয়ে আনা হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতি।

এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পি কে শোভনা। ব্রেইল উইং প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নিচ্ছেন। এইসব সংস্থার মধ্যে দেরাদুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ভিস্যুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড এবং কেরলের ব্রাইড অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। এই দু'টি সংস্থাই দারুণভাবে সাহায্য করছে তাদের। ব্রেইল ফরম্যাটে বইয়ের পাশাপাশি এই নতুন শাখায় ইংরেজি, হিন্দি ও মালয়ালাম ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার জন্য অডিও বুকস আনা হয়েছে।

শোভনার দাবি, তাদের ধারণা, অডিও বুকস দৃষ্টিহীন মানুষদের কাছে অত্যন্ত কার্যকরী হবে। কেন এতদিন দৃষ্টিহীনদের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, জানতে চাওয়া হলে গ্রন্থাগারিক জানিয়েছেন, জায়গার সমস্যা থাকার ফলেই এই শাখা খোলা সম্ভব হয়নি। সাধারণত ব্রেইল বুকগুলি রাখার জন্য অনেকটা জায়গার প্রয়োজন হয়, যা এতদিন ছিল না। ভবিষ্যতে মালয়ালম ভাষাতেও অডিও বুক তৈরির পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। সাধারণ মানুষের মতে, রাজ্যের সাংস্কৃতিক মানচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। সেখানে ৫ লক্ষ বই ও ৩০০ নানা বিষয়ের ম্যাগাজিন রয়েছে।

ঐতিহাসিকদের দাবি, ১৮২৯ সালে গ্রন্থাগারটি তৈরির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর রয়াল সাথী তিরুনাল নামকরণ করা হয়। ১৯৫৮ সালে নাম পরিবর্তন করে হয় স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। ১৯০০ সালে লাইব্রেরিটি বর্তমান ভবনে উঠে আসে। ১৯৩৮ সালে ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই পাবলিক লাইব্রেরি। ১৯৪৮ সালে বিধানসভায় আইন পাস করে রাজ্য সরকার নিজের হাতে এই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব তুলে নেয়।

পড়ুন আর্থিক লিপি

NOTICE

No.DB-TN/PBSD/2017-18/4818 Dated:-21/09/2017

NOTICE INVITING TENDER

The Executive Engineer, Port Blair South Division, APWD, Port Blair on behalf of the President of India invites separate sealed item rate tenders (in form C.P.W.D.8) from the approved and eligible experienced contractors of appropriate class of APWD for the following works.

*1) **NIT No** 28/EE/PBSD/2017-18, **Name of work:**-Replacement of existing G.I.Pipe and fittings with CPVC pipe at PHO Building. **Estimated Cost**:-₹ 11,00,552/-**Earnest Money:**-₹ 22,0011/- & **Time of completion:**-01 (One) Month.*

The Tender forms and other details can be obtained from the O/o Executive Engineer, PBSD on payment of ₹ **500/-**. The last date of receipt of application to purchase tender form will be **10/10.2017 upto 04:00PM**. Other details/information can be seen on website **www.and.nic.in**

R.No.IP/1269/17

NOTICE INVITING TENDER

Dated:-22/09/2017

Dispatch No:-1-1/EE/PRI/SAD-I/2017-18/2004

The **Executive Engineer, Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I** on behalf of ***Pradhan, Gram Panchayat, Mithakhari*** invites separate sealed item rate tenders (in CPWD form-8) from the approved, eligible and experienced contractors of appropriate class of APWD for the below mentioned work.

1. **NIT NO.** EE/PRI/SAD-I/MS/17-18/683 **Name of work:-** Development and Extension, renovation of Community Hall at Mithakhari-04 under Gram Panchayat Mithakhari. **Estimated Cost Rs:-** 9,25,943/- **Earnest Money Rs:-**18,519/-**Time of Completion:-**Four (04) Months.

The tender forms and other details can be obtained from the Office of the **Executive Engineer** Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I on paymentof Rs.500/-. The last date of receipt of application to purchase tender form will be 06/10/2017 up to 4.00PM. Other details/information can be seen on website www.and.nic.in.

Unique No:-48829
Tender No:-0033-2017-3908

Executive Engineer,
Panchayati Raj Institution,
South Andaman Division-I
Junglighat, Port Blair
South Andaman

R.No.IP/1259/17

Notice Inviting online e-Tenders

No.130-DB/RCD/e-tender/2017-18/2345

Wimberly Gunj Dt.20/09/2017

The Executive Engineer, RCD, APWD, Wimberly Gunj invites on behalf of the President of India, online item Rate tenders from the approved, eligible and authorized Contractors of the APWD for following works :-

1.NIT.No.145/NH/SE(P)/CE/APWD/16-17e-Tender ID No:-APWD 151

Name of work :- Improvement and Widening of State Highway No.9 from Chunna Bhatta to Ferrargunj-Km 0.00 to Km 7.60, Km 9.00 to Km 10.00 & Km 10.50 to Km 12.00 (10.00 Km) by RCD, APWD, Wimberlygunj in South Andaman District under CRF during 2016-17. Estimate Cost : ₹ **8,97,08,625/-** Earnest Money :- ₹ 7,94173/- & Time of completion :- 12 (Twelve) Months.

The bid forms and other details can be obtained from the website-eproc.andaman.gov.in

R.No.IP/1267/17

Executive Engineer
RCD,APWD,Wimberlygunj